সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০১৪

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ওমর আবদুল্লা সমীপেষু

২০/০১

কাশ্মীরের উলার হ্রদ নষ্ট হচ্ছে। উলার হ্রদ আয়তনে কমে যাচ্ছে, হ্রদটায় পলি কমছে, হ্রদটার জল দূষিত হচ্ছে। এই হ্রদটা বন্যার জল ধরে রেখে কাশ্মীরের জল ব্যবস্থাকে আগলে রাখে, হ্রদটায় পরিযায়ী পাখি আসা যাওয়া করে, হ্রদটা বিপুল জৈব বৈচিত্রে ভরা, হ্রদটা থেকে মাছ ধরা যায়, এই হ্রদ এশিয়ার মিষ্টি জলের হ্রদগুলোর একটা। আবার এই হ্রদ রামসার কনভেনশনে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেয়েছে।

উলারের অনেকটা জমি মাটি ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই বুজিয়ে দেওয়া জমি বেআইনিভাবে দখল করে প্রধানত সরকারি দফতর জঙ্গল বানিয়েছে। এর সঙ্গে, ঝিলম নদী থেকে ঘন ও তরল আবর্জনা এসে এই হ্রদে পড়ছে।

কাশ্মীর সরকার ২০১১ তে উলার হ্রদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে ৩৮০ কোটির এক প্রকল্প শুরু করেছিল। ২০১২তে তারা এই কাজ করার জন্য বানিয়েছিল উলার কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। কিন্তু পরিকল্পনা ও দক্ষতার অভাবে কাজ সেরকম এগোচ্ছে না।

ফিকে দিল্লি

২০/০২

দিল্লিতে সবুজ কমে যাচ্ছে। দিল্লিতে ২০০৯ সালে ছিল ২৯৯.৫৮ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি, এখন দিল্লিতে তার পরিমাণ হয়েছে ২৯৬ বর্গ কিলোমিটার। শতাংশে হিসেব করলে আগে ছিল ২০.২০ আর এখন হয়েছে শতকরা ১৯ ভাগ। এইসব তথ্য আছে ২০১১ সালের ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, দিল্লিতে বাতাসে পার্টিকিউলেট ম্যাটার সবচেয়ে বেশি, যা খুব চিন্তার কারণ হতে পারে। দিল্লিতে মেট্রো রেল বাড়ছে, উড়াল পুল বাড়ছে, বহুতল বাড়ি বাড়ছে, যার সঙ্গে সবুজও বাড়া দরকার, সবুজ বাড়ার জন্য পরিকল্পনা করা দরকার।

বেইজিং রিভিউ

২০/০৩

পরিবেশ-প্রকৃতির অবস্থা ও তার হেরফেরের ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র বানানো হচ্ছে। এই জায়গাটা দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের তিব্বতীয় স্বশাসিত অঞ্চলে। জায়গাটার নাম শুয়াংহু। শুয়াংহুর শোগারলুমায় এই কেন্দ্রটা হচ্ছে। কমবেশি গড়ে ৫০০০ মিটার উঁচু এই শুয়াংহুতে বিশাল অঞ্চল জুড়ে হিমবাহ ও হ্রদ।

এই কেন্দ্র থেকে আবহাওয়া, হিমবাহ ও চারণভূমির কমা-বাড়ার ওপর নজর রাখা হবে। এই কাজটা করছে চিনের সায়েন্স অ্যাকাডেমি। খবরটা আছে ডব্লুডব্লুডব্লু.ইউ.এস.এ চায়নাভ্যালি.কম-এ।

শুশুক ও ?

২০/০৪

গঙ্গার শুশুকের বিপন্নতা বাড়ছে। গঙ্গায় কমে যাচ্ছে শুশুক। এখন গঙ্গায় আছে মাত্র ২০০০ শুশুক। আইইউসিএন গঙ্গার শুশুককে বিপন্ন-তালিকায় রেখেছে। আইইউসিএন মানে ইন্টারন্যাশনাল কনজারভেশন অব নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস। এই শুশুক কমার কারণ সেচ, শিল্প ও ব্যক্তিগত দরকারে জল ব্যবহার, দূষণ, গঙ্গায় বিদেশী জলজ প্রাণী ও জলবায়ু বদল। এইসব ধরা পড়েছে ডব্লু ডব্লু এফ এর এক সদ্যতন গবেষণায়।

হত্যা পুরী ?

২০/০৫

ওড়িশায় রথের সময় কস্তুরী মৃগনাভি লাগে। এই মৃগনাভি জোগাড় হয় কস্তুরী হরিণ মেরে। এই মৃগনাভি ছোঁয়ানো হয় জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার ওপর। কস্তুরী হরিণ ওড়িশাকে নিখরচায় দিত নেপালের রাজা। এখন নেপালে রাজার শাসন নেই, তাই ওড়িশার মৃগনাভিতে টান পড়েছে। মৃগনাভিতে টান পড়ায় ওড়িশা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে নেপাল থেকে মৃগনাভি আনিয়ে দিতে অনুরোধ করেছে।

ওদিকে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কর্মীরা কস্তুরী মৃগ ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করছে। কারণ বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন মাফিক, এই হরিণ এখন বিপন্ন-প্রাণীর তালিকায়। তাই নেপালে এখন হরিণ মারলে এই আইন ভাঙা হবে।

পরি বেশ !

২০/০৬

নতুন সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের নতুন নাম হল। পরিবেশ শব্দটার সঙ্গে জঙ্গল ও জলবায়ু বদল জোড়া হল। পাশাপাশি, পড়ে থাকা উন্নয়ন উদ্যোগগুলোকে তাড়াতাড়ি ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে অনলাইন আবেদনের। এইজন্য আবেদনকারীকে একটা ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে।

পাট নাই

২০/০৭

বিহারে গরুকে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দেওয়া বন্ধ হয়েছে। বন্ধ করেছে বিহার সরকারের স্টেট হেল্‌থ্‌ সোসাইটি। গোপালকরা গর্ভবতী গরুকে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দেয় দুধ বাড়াতে আর চাষিরা ফল ও সবজিতে দেয় ফল ও সবজি পাকাতে। অক্সিটোসিন মেশা খাবার খেলে হৃদস্পন্দনের হার কমতে পারে, নিম্ন-রক্তচাপ হতে পারে, মস্তিকের ক্ষমতা নাশ বা জরায়ু ফেটে যাওয়া ইত্যাদি নানা কিছু হতে পারে। প্রস্তুতকারী, গোপালক বা কৃষক যারাই অক্সিটোসিন নিয়ে কাজ করছে, সরকার থেকে তাদের ধরার জন্য ভেষজ পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আঃ... ফ্রিকা !

২০/০৮

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় পানীয় জল ও উন্নত পয়ঃপ্রণালীর সেভাবে নাগাল পায়নি। ফলে আফ্রিকায় প্রতি পাঁচজনে দুজন পানীয় জল না পেয়ে থাকে। তবে দক্ষিণ এশিয়া উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবহারে আফ্রিকার চেয়ে এগিয়ে আছে। এইসব বলা হয়েছে গ্লোবাল প্রোগ্রেস রিপোর্ট-এ। রিপোর্ট-টা বানিয়েছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও ইউনাইটেড নেশনস চিল্ড্রেনস ফান্ড।

দী ঘা

২০/০৯

দীঘা উপকূল নিয়ে নানা উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। দীঘা উপকূল সাইক্লোনে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। এই কথা বলা আছে ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর মার্চ ২০১৪-র এক গবেষণাপত্রে। এর ভেতর যেমন দীঘা ঘিরে কলকাতা আছে, তেমনি আছে দেশের আরো চারটি শহর।

কী যে হবে !

২০/১০

মহাসাগরগুলোয় বিপুল প্লাস্টিক জমছে। এই প্লাস্টিক আগামী পাঁচশো বছর ধরে আরো বাড়বে। জলবায়ু বদলের জন্য মহাসাগরে মারা যাওয়া পঁয়ত্রিশ শতাংশ মাছের পেটে এক থেকে দু-টুকরো প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এইসব জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

নতুন সরকারের পরিবেশ-চিন্তা

সুব্রত কুণ্ডু

দেশের সংবাদ মাধ্যম এখন আমোদিত নতুন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। তাকে তুলে ধরা হচ্ছে 'উন্নয়নের মসিহা' হিসেবে। আর তাই মিডিয়াকে কেউ মজা করে বলছেন 'মোদিয়া'। নির্বাচনী প্রচারে নতুন প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান ছিল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' বা সবার সাথে সবার বিকাশ। এটা কীভাবে হবে তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। তবে পরিবেশ-কর্মীদের ভয় এই 'বিকাশ'-এর ধাক্কায় পরিবেশের বারোটা বাজবে কিনা। এদেশে গত প্রায় ২ দশক ধরে আর্থিক উন্নতি হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও বেড়েছে চক্রবৃদ্ধি হারে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৩৬৭ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি নষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক নিরিখ অনুযায়ী দেশের মোট এলাকার এক তৃতীয়াংশ বনভূমি থাকার কথা, কিন্তু আছে এক পঞ্চমাংশ। 'মোদি-বিকাশ-মডেল' বনভূমি কি রক্ষা করবে! মনে হয় না।

মনে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই পরিবেশমন্ত্রী বলেছেন, অযথা পরিবেশের জুজু দেখিয়ে শিল্পের ছাড়পত্র আটকে রাখবেন না। অতি সম্প্রতি সরকারের গোয়েন্দা দফতর এক রিপোর্টে বলেছে যে, বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত অসরকারি সংস্থাগুলি দেশের উন্নয়ন বিরোধী কাজ করছে। রিপোর্টে এদের 'অপরাধ', এরা মানুষকে উচ্ছেদ করে পরমাণু শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধী, এরা পসকো, ভেদান্ত-র মতো শিল্প এবং শিল্পপতিদের বনজঙ্গল নষ্ট করে অবাধে খনি থেকে কয়লা তোলার ইজারা দেওয়ার বিরোধী, এরা পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক জিন-পরিবর্তিত ফসলের বিরোধী, এরা বড় বাঁধের বিরোধী, এরা দেশের খনিজ তেল একচেটিয়া কারবারের জন্য শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধী। আর তাই এরা 'দেশ-বিরোধী'।

ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বলেছে কিন্তু অন্য কথা। তারা বলছে, দেশে অনেক প্রকল্পই সরকারের পরিবেশ-বিষয়ক-নীতিমালা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করেই করা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই প্রকল্প থেকে যে বনায়ন করা হচ্ছে তাও ব্যবসায়িক স্বার্থে। কোম্পানিগুলি ইউক্যালিপটাসের মতো এক ধরনের গাছ লাগাচ্ছে। কারণ ৫-৭ বছর বাদে তা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কাজ করবে।

আসলে বুনিয়াদি স্তরে এই কোম্পানিগুলোকে লক্ষ্য-নজর করার মতো কোনো ব্যবস্থাই সরকারের নেই। ফলে এরা যা খুশি তাই করছে। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদির গুজরাটেও একই ঘটনা ঘটেছে। পসকো, ভেদান্তের ক্ষেত্রও ব্যতিক্রম নয়, কোম্পানিগুলিকে কয়লা তোলার বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। পরিবেশ বিজ্ঞানী মাধব গ্যাডগিল বলেছেন, আসলে কর্পোরেট লবিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আইন বা পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা সরকারের নেই। লক্ষ্য করার বিষয় হল, যেসব ক্ষেত্র নিয়ে এখন অবধি বির্তক, সেগুলির প্রত্যেকটিই প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে। যে সম্পদের মালিকানার অংশীদার দেশের নাগরিক। সরকার চাইলেই তা কোনো আলোচনা ছাড়াই, ব্যক্তিমালিকদের লাভের জন্য তাদের হাতে তুলে দিতে পারে না।

যেকথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, যেভাবে সংবাদ মাধ্যম 'বিকাশ-পুরুষ' হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে দেখাচ্ছে তা তাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত হতেই পারে। অথবা সংবাদ-ব্যাবসা হিসেবে এবিসি বা টিআরপি বাড়ানোর কৌশলও হতে পারে। কিন্তু যত বাগাড়ম্বর থাকুক না কেন,'অন্য ধরনের বিকাশ'-এর লক্ষণ কিন্তু এ সরকারের নেই বলেই মনে হচ্ছে। কারণ ক্ষমতাসীন দলের ইস্তাহারে 'জীবজগৎ ও পরিবেশ আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষাকারী' বলে একটি শিরোনাম থাকলেও, কীভাবে তার রক্ষা ও উন্নয়ন হবে তার কোনো দিশা সেখানে নেই। মোদি বলছেন তিনি দেবেন, 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স' অর্থাৎ 'ন্যূনতম সরকার - উৎকৃষ্টতম শাসনব্যবস্থা'। কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স বা প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি সরকারের আচরণ কেমন হবে?

ইতিমধ্যেই এসব নিয়ে যে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি কাজ করছিল, যারা আন্দোলন করছিলেন, নতুন সরকার আইবি দিয়ে তাদের উন্নয়ন-বিরোধী বলে দেগে দিয়েছে। আর ক্ষমতায় এসেই সরকার সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বাড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই বাঁধের বর্তমান উচ্চতার জন্য ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে। ৩৯১৩৪ হেক্টর জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। এই জমির ভেতর ১৩৭৪৩ হেক্টর ছিল বনভূমি। বনভূমি তলিয়ে যাওয়ার অর্থ, তার মধ্যে থাকা বিশাল জৈববৈচিত্র তলিয়ে যাওয়া। পরিবেশকর্মীরা বলছেন, বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর জন্য আরো ৫০০০০ মানুষ উচ্ছেদ হবে। তলিয়ে যাবে আরো জমি, বনাঞ্চল।

শুধু নিজের রাজ্য গুজরাটের শিল্পকে জল দেওয়ার জন্য 'জীবজগৎ, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ' ভুলে গেলেন? কিছু লোককে আলোচনা ছাড়াই 'উন্নয়ন-বিরোধী' বলে দিলেন? গণতন্ত্রের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল, অংশগ্রহণ। এই শর্ত উপেক্ষা করে কি 'সবার সাথে সবার বিকাশ' হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? ■■

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

হায়লুম !

২০/১১

বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘ কমছে। এর জন্য পর্যটন ও স্থানীয় মানুষের জঙ্গলে আনাগোনা ও আশপাশের বসতিতে মাইক ব্যবহার দায়ী। বাংলাদেশ সরকার তাই রাশ টানছে এইসব কাজে।

কা নুন

২০/১২

নুন খাওয়া কমানোয় ব্রিটেনে হৃদরোগ ও স্ট্রোক ৪০ শতাংশ কমেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, রোজ ৫ গ্রামের বেশি নুন খাওয়া উচিত না। এর চেয়ে বেশি নুন খেলে নানা রোগ দেখা দেবে। তবে এর জন্য প্যাকেট প্রসেসড ফুড না খাওয়া সবচেয়ে ভালো।

এল সালভাদর দিচ্ছে ডাক

২০/১৩

এল সালভাদরে আমেরিকা জিন–ভুট্টা ঢোকাতে চাইছে। এইজন্য আমেরিকা এক কৌশল করে আগে সালভাদরে উন্নয়নের জন্য টাকা দিয়েছে। এখন টাকা দেওয়ার শর্ত হিসেবে এই জিন–ভুট্টা ঢোকাতে চাইছে। তবে এই কথাটা মানছে না এল সালভাদরের কৃষকরা। পাঁচ হাজার নশো এগারো কৃষকের এক জোট এর প্রতিবাদ করছে। এল সালভাদারের কৃষকরা বলছে তারা এই দেশী ভুট্টা বীজ নিয়ে ভালোই আছে। চাপে পড়ে আমেরিকা নরম হচ্ছে। আমেরিকা তার নীতি বদল করার কথা ভাবছে।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

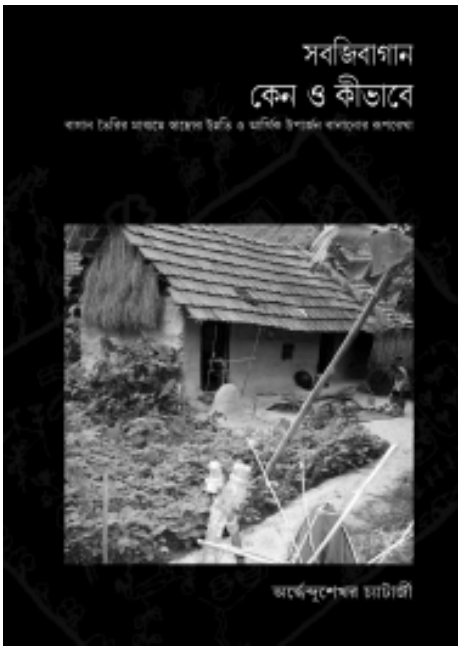

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা ৪৫, দাম ৩০ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, দূরভাষ | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু